দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16.8.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... 5 ...

013

পিটিআই-এ অচলাবস্থার অবসান হোক

প্রশ্নটি আমি আগেই তুলেছিলাম। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের বিজ্ঞপ্তিটি চোখে পড়েছিল গত বছর। বিজ্ঞপ্তিটি ছিল প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে (পিটিআই) নতুন শিক্ষা কোর্সের ভর্তি নিয়ে। বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল ১৯৮৩ সালের নবেম্বরে।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম যে বিজ্ঞপ্তিটিতে হঠাৎ শিক্ষা কোর্সের ধরন পাল্টানো হল। ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক বছরের জন্য প্রশিক্ষণ নিতেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা সার্টিফিকেট-ইন এডুকেশন পেতেন। এবার সে কোর্স পাল্টান হল। কোর্স করা হল দু বছরের। দু বছরের প্রশিক্ষণের পর তারা এইচএসসি (শিক্ষা), সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেটের বলে তারা ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হতে পারবেন। সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকও নিযুক্ত হতে পারবেন।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আমার খটকা লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এর বিরোধিতা করবে না তো? আগে তারা এক বছরের সার্টিফিকেট নিতেন। নির্বিঘ্নে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষকতা করে তাদের পক্ষে দু বছর প্রশিক্ষণ নেয়া অসুবিধাজনক। প্রথমত, তাদের পারিবারিক অসুবিধা। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বে যারা এক বছরের প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের সাথে প্রশিক্ষণগত পার্থক্য। আমার আশংকা হয়েছিল যে এ কোর্স ঢেলে সাজাতে না পারলে শিক্ষক মহলে গুঞ্জন দেখা দিবে। কারণ দু বছরের প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা আসবেন তারা সরাসরি প্রধান শিক্ষক হতে পারবেন। অথচ এক বছরের যাদের প্রশিক্ষণ তাদের সেই সুবিধা পেতে দেরী হবে। চাকরির ক্ষেত্রে তারা প্রবীণ হলেও নবীনেরা এসে সরাসরি প্রধান শিক্ষক হবেন।

পত্রিকার এই কলামে সেদিন আমি এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। এবং বলেছিলাম যে এ সম্পর্কে নতুন করে বিবেচনা করা হোক। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা জনশিক্ষা দফতর আমাদের বক্তব্যের কোন দামই দেননি। আজ দেখছি আমার আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে।

গত ৭ই জুলাই থেকে দেশের সকল পিটিআই-তে ধর্মঘট চলছে। আমার লেখার পর অনেক পানি গড়িয়েছে। নবেম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সারা দেশের পিটিআই-তে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার বহিরাগত। তারা এসেছে উচ্চশিক্ষার আশায়। তাদের ধারণা এখানে সার্টিফিকেট পেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি না পেলেও উচ্চশিক্ষার পথ খোলা থাকবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারা এই কোর্সে ভর্তি হয়েছে।

অপর দিকে দেড় হাজার প্রশিক্ষণার্থী আসছে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তারা নিয়মিত শিক্ষক। তারা এক বছরের বেশি পড়তে চায় না। সুতরাং প্রথম থেকেই তারা এই কোর্স পাল্টাবার চেষ্টা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের দেন-দরবার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে নতুন নির্দেশ যায়। এ নির্দেশে বলা হয়, দু বছরের কোর্স বাতিল করা হল। পুরানো এক বছরের কোর্স চালু হল। যারা এ কোর্সে ভর্তি হয়েছিল তাদের এক বছর শেষে পরীক্ষা দিতে হবে ১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। তাদের দু বছর প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। এ নির্দেশের পর থেকে দেশের ৫০টি পিটিআই-এ ধর্মঘট চলছে।

এ নির্দেশ সকল মহলকে বিস্মিত এবং হতভম্ব করেছে। যাদের দু বছরের কোর্স শুরু ১৯৮৩ সনের নবেম্বরে, ১৯৮৪ সনের মে মাসে বলা হল তাদের কোর্স হবে এক বছরের। তারা এইচএসসি সার্টিফিকেট পাবে না। তাদের এক বছরের প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদায় নিতে হবে। এ ধরনের নির্দেশের কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষকেরাও কিন্তু দু বছরের কোর্স বাতিল করতে বলেননি। তাদের দাবী ছিল— বহিরাগতদের জন্য দু বছরের কোর্স থাক। এবং শিক্ষকদের জন্য কোর্স হোক পূর্বের মত এক বছরের। অথচ কর্তৃপক্ষ এক নির্দেশে সব বাতিল করে দিলেন। বহাল করলেন পুরান নিয়ম। যার ফল হয়েছে অবাঞ্ছিত এবং দুঃখজনক। গত ৭ই জুলাই থেকে সব পিটিআই-এ চলছে ধর্মঘট। এবার সকলের দাবী দু বছরের কোর্স চালু থাক। তবে শিক্ষকদের জন্য চালু থাক পুরান এক বছরের কোর্স।

কিন্তু এ পরিস্থিতি কি এড়ানো যেত না? আমি মনে করি এ সমস্যার সমাধান আদৌ কঠিন নয়। আমি আগেই বলেছি নতুন কোর্স প্রবর্তনের সময় মনে হয় কেউ ভেবেচিন্তে কোন কিছু করেননি। আজকেও ভাবতে চাচ্ছেন না। সব মিলিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক জগাখিচুড়ি। আমি এখনও মনে করি এ সমস্যার সমাধান সহজেই করা যায়।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দু বছরের কোর্স চালু থাক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রার্থী শিক্ষকদের অপসন দেয়া হোক। তারা ইচ্ছে হলে দু বছর বা এক বছরের কোর্স নিতে পারবে। তাদের বেলায় কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এ ধরনের কোর্সের কথা বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে। হঠাৎ একটি নির্দেশ দিয়ে এ কোর্স বাতিল করলে সমস্যার সমাধান হয় না। ১৯৮৩ সালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এক দল ছাত্রছাত্রীকে দু বছরের কোর্সে ভর্তি করে মাত্র সাত মাস পরে সে কোর্স বাতিল করলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের অবস্থা কি দাঁড়ায় তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমরা আশা করব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পিটিআই-এর অচলাবস্থার অবসান হবে।

—অনিকেত